দৈনিক খবর

63

তারিখ ... 30 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

প্রসঙ্গ ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন দেখাশোনার জন্য সরকার পৃথক মন্ত্রণালয় গঠনের বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করছেন বলে প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে সম্প্রতি যে খবরটি ঢাকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষাপটে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর ১৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাঁর অফিসে দেখা করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের এই সম্ভাবনার কথা জানান।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশের সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হচ্ছে বিজ্ঞান। যে সমস্ত দেশ আর্থ-সামাজিক দিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্যের পরিচয় দিতে পেরেছে, খোঁজ করলে দেখা যাবে বিজ্ঞানই তাদের সর্ব প্রকার সাফল্যের মূল কারণ। অর্থাৎ তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধনে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট বলেই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণে যথার্থ অবদান রাখা। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, যে জাতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যত বেশী অগ্রসর সে জাতি তত বেশী উন্নত। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে যে সমস্ত দেশ নেতৃত্ব দিচ্ছে বা এসব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখছে- ঐসব দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির মূলে প্রধানতঃ একটিই কারণ, আর তা হলো বিজ্ঞানের প্রতি তাদের গভীর মনোযোগ এবং সর্ব পর্যায়ে বিজ্ঞান চর্চার মানসিকতা। ঐসব দেশে বিজ্ঞান ও গবেষণা ক্ষেত্রে জাতীয় বাজেটের এক উল্লেখযোগ্য অংশই ব্যয় করা হয়। প্রায় তৃণমূল পর্যায় থেকেই জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। বিজ্ঞান ও গবেষণা কাজে উৎসাহিত করার জন্য নেয়া হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা। বস্তুতঃ বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে সৃজনশীল কাজ ও জনগণের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান ও মূল্য দেয়া হয় বলেই ঐসব দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিজ্ঞান প্রীতি লক্ষ্য করা যায় এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে তারা তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে।

কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, মুখে আমরা বিজ্ঞানের মাহাত্ম্যের কথা যতই বলি না কেন, কার্য ক্ষেত্রে আমরা সেরকম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেই না। বিজ্ঞান ও গবেষণা ক্ষেত্রে নামমাত্র অর্থ ব্যয় করা হয় আমাদের দেশে। ফলে আমাদের দেশে বহু মেধাবী ও প্রতিভাবান লোক থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র সুযোগের অভাবে তারা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার যথার্থ পরিচয় দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। অথচ এই বাংলাদেশেই জন্ম হয়েছিলো বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসু এবং ডক্টর কুদরত-ই খোদার মত অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জনগণের মাঝে বিজ্ঞান মনস্কতা জাগিয়ে তুলতে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সাফল্য নিশ্চিত করতে সরকার যদি পরিকল্পিতভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন তাহলে এ ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই অভাবনীয় সাফল্যের পরিচয় দিতে পারবো। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমরা যদি সেরকম সাফল্য অর্জন করতে পারি তাহলে এ সূত্র ধরেই আমরা সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবো।

এজন্য সরকারকেই আগেভাবে এগিয়ে আসতে হবে জাতির সামগ্রিক স্বার্থে। আশার কথা, বর্তমান সরকার সেরকম চিন্তা-ভাবনা করছেন। দেশের বিজ্ঞানীদের দলে ভিড়ানোর অপকৌশল হিসেবে যদি এই সরকার উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে থাকেন, তাহলে আমাদের কিছুই বলার নেই। আর যদি সত্যি সত্যিই এই সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের কথা ভেবেই পৃথক মন্ত্রণালয় গঠনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করেন তাহলে অবশ্যই আমরা সেই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাবো। আমরা মনে করি, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠনের প্রস্তাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের ব্যবস্থা সমগ্র জাতিকে বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে এবং একই সাথে তা আমাদের সার্বিক কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত করবে বলেই বিশ্বাস।